১৮ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

**অভিবাসীর অবদান
সমুন্নত দেশের মান**

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

০৪ পৌষ ১৪২০
১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদর্শন করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৩' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনে আমি বিশ্বের সকল দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাই।

বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশী কর্মীরা অভিবাসনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্যাপক অবদান রাখছে। অভিবাসীরা তাদের পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ দেশে প্রেরণ করে তারা দেশের অর্থনীতির গতি বেগবান করেছে। অভিবাসনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান রেমিটেন্স দেশের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আজকের এ দিনে তাদের অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি আশা করি অভিবাসীগণ সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবেন ও বিদেশে বাংলাদেশ তথা সমগ্র জাতির সুনাম বজায় রাখবেন। বিদেশে কর্মরত কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ, তাদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকল প্রকার সমস্যা সমাধান ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৩ এর সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উপলক্ষ্যে বিদেশে কর্মরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অভিবাসী বাংলাদেশীদের ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ লক্ষের বেশী কর্মী পৃথিবীর ১৫৮টি দেশে কর্মরত রয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অপরিসীম অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ দিবসটি তাৎপর্যের সঙ্গে উদযাপন করা হচ্ছে।

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী' দিবসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা। বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে শ্রমিক ও প্রবাসীদের যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ও রূপকল্প-২০২১" বাংলাদেশ এর স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অভিবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাশা পূরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিবাসন জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভিবাসী কর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা আমাদের মূল দায়িত্ব। অভিবাসী কর্মীদের হয়রানি রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্যও নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে সুদৃঢ়। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও সাবলীল করার জন্য আমরা চালিয়ে যাচ্ছি অক্লান্ত প্রয়াস। বিদেশগামী একজন কর্মী যাতে ভিটেমাটি বিক্রি করে বিদেশে যাবার অর্থ জোগাড় করতে না হয় সে জন্য একদিকে অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, অপরদিকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আজকের এ মহান দিবসে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় আমরা ব্যক্ত করছি। আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৩' উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সার্থকতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

International Organization for Migration (IOM)
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)

Director General
International Organization for Migration (IOM)

MESSAGE

The world watched in horror in October when some 400 African migrants lost their lives within sight of land while attempting to reach the Italian island of Lamepedusa. Untold hundreds have perished on the journey from Indonesia to Australia, or off the coast of Thailand. Why do people risk their lives and the lives of their families, over and over, every hour of every day when the best that awaits them is a frosty welcome?

We believe that 2013 may have been the worst on record for migrant deaths. We will never know the true total, as many migrants died anonymously in deserts, were drowned or died in other accidents. However, our figures show that at least 2,360 migrants died this year, chasing the dream of a new life. That's over six a day; one every four hours.

Migration is as old as humanity but we need to start thinking about it in new, smarter ways to make it safe, dignified, orderly and humane. IOM calls for policies to provide for the human rights of those who leave home. We need measures that will enable employers in countries with labor shortages to access people desperate to work and we need to ensure that these people are not exploited or exposed to gender based violence. We may need hybrid scenarios, including short-term migration visas, seasonal visas, portable social welfare.

In 2016 there will be a World Humanitarian Summit. Let's ensure that political upheaval, economic stress and natural calamities do not always lead to migrants, abandoned to their fate, taking desperate measures.

Ambassador William Lacy Swing

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : উন্নয়নের রচিত সোপান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ যুবক ও যুব মহিলা শ্রম শক্তিতে যুক্ত হচ্ছে। এ বিপুল সংখ্যক কর্মীর দেশে কর্মসংস্থান দেশে সম্ভব হয় না বলে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বিদেশে কাজের জন্য যাচ্ছেন। এর ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে করছে সমৃদ্ধ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিদেশগামী কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিবিধ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা আবশ্যক। এর পাশাপাশি শ্রম গ্রহণকারী দেশের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বিদেশে কর্মরত কর্মীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সরকারের বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৮৫ লক্ষ বাংলাদেশী বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন। বর্তমানে ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশী কর্মীরা কাজ করছেন। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ কর্মীই মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে গমন করছে। এর মধ্যে সর্বাধিক কর্মী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ওমান ও মালয়েশিয়ায় কর্মরত আছেন। বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার নিম্নরূপ–

২০০৯ সনে বিদেশে কর্মী গমনের সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,২৭৮ জন, ২০১০ সনে ৩,৯০,৭০২ জন, ২০১১ সনে ৫,৬৮,০৬২ জন, ২০১২ সনে ৬,০৭,৭৯৮ জন এবং ২০১৩ সনের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩.৬৪ লৰ জন কর্মী গিয়েছেন। ২০১০ সনের তুলনায় ২০১১ সনে কর্মী গমনের হার বেড়েছে ৪৫% এবং ২০১১ সনের তুলনায় ২০১২ সনে সনে কর্মী গমনের হার বেড়েছে ৫৬%।

নারী কর্মসংস্থান : নারী কর্মীরাও অধিক হারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যাচ্ছেন। নারী অভিবাসনের জন্য সরকার বিদেশ গমন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিসহ যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক নিরাপদ নারী অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করেছে। বিগত বছরসমূহে নারী কর্মী গমনের হার নিম্নরূপ-

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিরাপদ নারী অভিবাসন এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে মহিলা কর্মী গমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কর্মী গ্রহণকারী দেশে নারী কর্মীর চাহিদাও লক্ষণীয়। ২০০৪ সনে যেখানে মাত্র ১১,২৫৯ জন নারী কর্মী বিদেশে গিয়েছিলেন সেখানে ২০১২ সনে ৩৭,৩০৪ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। ২০১৩ সনের অক্টোবর পর্যন্ত ৪৬,২৩০ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। যদিও সামগ্রিক অভিবাসনের তুলনায় নারী অভিবাসনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। নারী কর্মী গমনের হার ২০১২ সনে মোট অভিবাসনের ৭% এবং ২০১৩ সনে এ হার ১৩%। নারী কর্মীরা গৃহকর্মী পেশাতে অধিক হারে গমন করছেন। মহিলা গৃহকর্মীর গন্তব্যস্থল মধ্যপ্রাচ্য হলেও সম্প্রতি হংকং এবং সিংগাপুরে গমনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

রেমিটেন্স : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে করছে সমৃদ্ধ। এ অর্থ একদিকে যেমন কর্মীর পরিবারকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছে অপরদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলকে করছে সমৃদ্ধ, যা বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার উপর নির্ভরশীলতাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে। গত কয়েক বছর ধরে অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি তাদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণের চিত্র নিম্নরূপ-

২০০৪ সনে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৩.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সনে ১২.১৭ মার্কিন ডলার এবং ২০১২ সনে ১৪.১৬ মার্কিন ডলার হয়েছে। রেমিটেন্স দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছে এবং রেমিটেন্সের প্রবহমানতার কারণে বিগত বছরসমূহে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকেও বাংলাদেশ সহজে মোকাবেলা করেছে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে রেমিটেন্স দেশের জিডিপি-তে ১১% অবদান রাখছে, যা অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জি টু জি ব্যবস্থাপনা : বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিরাপদ অভিবাসন এবং প্রতারণার হাত থেকে কর্মীকে রক্ষা করা। বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাধিক অভিবাসন ব্যয় করতে হয়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। নিরাপদ, সহজলভ্য, স্বচ্ছ এবং স্বল্প ব্যয়ে অভিবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় অভিবাসন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে যা জি টু জি ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কর্মী গ্রহণকারী দেশ নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী কর্মী প্রেরণকারী সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মী গ্রহণ করে নিয়োগকর্তাকে কর্মী নিয়োগে সহায়তা প্রদান করে। সরকার জি টু জি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে মাত্র ৩৩,১৭৮.০০ টাকা অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ শুরু করেছে। অপরদিকে সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসল দক্ষিণ কোরিয়া-তে মাত্র ৬০,০০০.০০ টাকা অভিবাসন ব্যয়ে বিগত বছরসমূহে কর্মী প্রেরণ করছে। বিএমইটি বিনা অভিবাসন ব্যয়ে জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করছে।

বিদেশগামী কর্মী নিবন্ধন : বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র (বিএমইটি) ডাটাবেইজে নিবন্ধন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর ছিল না। বর্তমান সরকার সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়ন করে বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং নিরাপদ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীকে বিএমইটি'র ডাটাবেইজে নিবন্ধন করা হয়েছে। বিশেষ করে জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত দেশের সকল ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় সাড়ে ১৪ লক্ষ কর্মী সকল জেলা হতে ডাটাবেইজে তাদের নাম নিবন্ধন করে। দেশের সকল জেলার কর্মীকে বিদেশে গমনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়ার জন্য লটারীর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে কর্মী নিয়োগের নিমিত্ত বর্ণিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন পেশায় ২.৫ লক্ষ কর্মী নিবন্ধিত হয়। এছাড়াও হংকং এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মহিলা গৃহকর্মী নিয়োগের জন্যও মহিলা কর্মী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

স্মার্ট কার্ড : বিদেশগামী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রত্যেক কর্মীর আঙ্গুলের ছাপ, ছবি ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিএমইটি'র ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়। সকল তথ্যাদি সংরক্ষণপূর্বক কর্মীকে ৩২ কিলোবাইট মেমোরি সম্পন্ন কম্পিউটার চিপস্ সংবলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। বিদেশগামী কর্মী বিমানবন্দরে স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বহির্গমন কার্ড পূরণ হবে। এছাড়াও এ কার্ডের মাধ্যমে একজন কর্মীকে কার্ডে সংরক্ষিত তথ্যাদির সাহায্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল : বাংলাদেশ হতে অধিক সংখ্যক স্বল্প-দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী বিদেশে গমন করেন। বিদেশগামী কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিএমইটি'র অধীনে বর্তমানে ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৫টি ট্রেডে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বছরে ৬৫ হাজার কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ও বিদেশে কাজে নিয়োজিত আছেন। আরও দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ৩৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। আশা করা যায় আগামী বছরেই নির্মিত প্রশিৰণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হলে দেশের ৬৪ জেলাতেই বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতি বছর ১ লক্ষেরও অধিক বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা দেশসমূহের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রশিক্ষণ কারিকুলামের উন্নয়ন, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো চলমান আছে। এর পাশাপাশি সরকার ১৪০ কোটি টাকার একটি আবর্তক তহবিল গঠন করে বিদেশগামী কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ তহবিল হতে প্রতি বছর ১৩ কোটি টাকার বেশী অর্থ পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে দক্ষ কর্মী প্রস্তুত করা, নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, অভিবাসন বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টি, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শ্রমবাজার সম্পসারণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে।

টাস্কফোর্স : বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রতারণা হ্রাস, নিরাপদ অভিবাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অবৈধ ও অনিয়মিত অভিবাসন রোধকল্পে সরকার স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্স অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোন অনিয়ম, প্রতারণা বা অপরাধ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং বিশেষ করে বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমন প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে মনিটর করছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক : বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বা ভিটেমাটি, জমি ইত্যাদি বিক্রি বা বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে বিদেশে যেতে হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার শুধুমাত্র বিদেশগামী এবং বিদেশে অবস্থানরত কর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং গত ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে ঋণ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ২৫ জন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীকে ঋণ প্রদান করে তাঁদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

অভিবাসন আইন সংশোধন : বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, বিদেশে কর্মরত কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকারের বিষয় ১৯৮২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণয়নকৃত 'অভিবাসন অধ্যাদেশ, ১৯৮২'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হত। শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা নিরূপণ, কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার অনুসন্ধান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণ বিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের স্বার্থ ও তাঁদের অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশের স্থলে সময়োপযোগী ও যথাযথ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন আইনে বিদেশগামী কর্মীর বিএমইটি'র ডাটাবেইজে নিবন্ধন, নিবন্ধনকৃত কর্মীকে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক বিদেশে প্রেরণ, রিক্রুটিং এজেন্সির শ্রেণীকরণ, বিদেশগামী কর্মীর তথ্য পাবার অধিকার, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সুযোগ, প্রবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রতারণামূলকভাবে বা অননুমোদিতভাবে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ, বিদেশে প্রেরণের নিমিত্ত পাসপোর্ট বা কাগজপত্র আটক করা হলে, ভিসা ট্রেডিং করা হলে, কোন ব্যক্তি অপরাধে সহায়তা করলে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডের বিধান নতুন আইনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও নতুন আইনে প্রতারিত কর্মীরা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার চাইতে পারবেন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থাসহ কিছু কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অজামিনযোগ্য ও অআপোসযোগ্য ধারা সংযোজিত হয়েছে।

নতুন শ্রম-কল্যাণ উইং সৃষ্টি ও জনবল বৃদ্ধি : বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, প্রবাসী কর্মীর কল্যাণ, রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমের কারণে বিদেশস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে শ্রম-কল্যাণ উইং স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪টি দেশে ১৬টি শ্রম-কল্যাণ উইং যথাক্রমে- রিয়াদ, জেদ্দা, দুবাই, আবুধাবী, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, জর্ডান ও রোম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ, অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণ এবং অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরো ১২টি শ্রম-কল্যাণ উইং যথাক্রমে- মালদ্বীপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রুনাই, জেনেভা, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, গ্রীস, থাইল্যান্ড, হংকং, মিলান, রাশিয়া ও মিসর এবং বিদ্যমান শ্রম-কল্যাণ উইং-এর জনবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও, মরিশাস এবং লেবাননে নতুন ২টি শ্রম-কল্যাণ উইং সৃজনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, অভিবাসী প্রবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপদ নারী অভিবাসন, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করছে। অভিবাসন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং কনভেনশন অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার হোক 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-এর প্রত্যাশা।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০৪ পৌষ ১৪২০
১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আমি অভিবাসী কর্মী ভাই-বোন ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিপুল জনশক্তি অধ্যুষিত বাংলাদেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে আমাদের অবস্থান ৭ম। অভিবাসী কর্মীগণ তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে গত পাঁচ বছরে সরকার বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। মালয়েশিয়া গমণের জন্য, দক্ষতা অনুযায়ী অন্যান্য দেশে গমনের জন্য এবং নারী কর্মী বিদেশে গমনের জন্য মোট ৩ পর্যায়ে ২০ লক্ষ কর্মীর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। জি টু জি পদ্ধতিতে মাত্র ৩৩ হাজার টাকায় এখন মালয়েশিয়ায় কর্মীগণ যেতে পারছেন। আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। এর ফলে অভিবাসীগণ সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। রেমিট্যান্স প্রেরণ সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান বাজারে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অভিবাসীদের পরিবারের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই এ দিবস উদযাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ ২০০০ সাল থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ উপলক্ষে অগ্নিঝরা বিজয়ের মাসে আমি প্রবাসে কর্মরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী ভাইবোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী এবং অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে; দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে শক্তিশালী। বিদেশের শ্রম বাজারে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া একজন দক্ষ শ্রমিকের আয় অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে তিন থেকে চার গুণ বেশী। দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনেক বেশী বৈদেশিক মুর্দ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হলে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশের বিপুলসংখ্যক বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মক্ষম কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

সরকার টু সরকার (জি টু জি) পদ্ধতিতে স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে এবং স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে অর্থাৎ মাত্র ৩৩,১৭৮/- টাকায় মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতপূর্বক প্রশাসনিক সহায়তা ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান এর লক্ষ্যে বিদ্যমান ১৩ টি শ্রম উইং-এর জনবল বৃদ্ধি করণসহ হংকং, গ্রীস, স্পেন, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, মালদ্বীপ, ইতালি (মিলান) ও অস্ট্রেলিয়ায় নতুন নতুন শ্রম উইং খোলার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তাছাড়া অভিবাসীদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদারকি, প্রতারণারোধে ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' কাজ করে যাচ্ছে। এ সব কর্মকাণ্ড অভিবাসীদের কল্যাণে নিবেদিত।

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও এ দিবসের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. জাফর আহমেদ খান

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভিবাসীদের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-এর তাৎপর্যকে অনুধাবন করে বিশ্বের ১৫৭টি দেশের ৮৬ লক্ষাধিক বাংলাদেশি অভিবাসীকে জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন। অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রতারণারোধে, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস ও সেবা প্রাপ্তির সহজীকরণের মাধ্যমেই অভিবাসীর অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর জন্য বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সীর পাশাপাশি সরকারিভাবে (জি-টু-জি পদ্ধতিতে) জনশক্তি প্রেরণ করা হচ্ছে। অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কম কিন্তু চাহিদা ও বেতন বেশি। এছাড়া প্রশিক্ষিত কর্মীর মর্যদাসম্পন্ন পেশায় চাকুরি প্রাপ্তি সহজ হওয়ায় বিদ্যমান ৩৮টির পাশাপাশি আরও নতুন ৩৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ১০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিএমইটি'র বিদ্যমান কার্যক্রম স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ভিসা জালিয়াতি তথা প্রতারণা প্রতিরোধে অনলাইনের পাশাপাশি ম্যানুয়ালি UV Lamp মেশিনের মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা নিরূপণসহ রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের কার্যক্রম নিবিড় তদারকির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে নতুন শ্রম উইং চালু ও বিদ্যমান জনবল বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশ গমনের জন্য সকলের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে ডাটাবেজ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচনের পাশাপাশি সরকারিভাবে দেশভিত্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণপূর্বক অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান এবং এ লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" স্থাপনসহ অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষাকরণের জন্য "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আইন, ২০১৩" পাস করা হয়েছে।

এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আর তাই আমরা বেকার যুব নারী সমাজের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি। ২০১৩ সালে প্রথম ১০ মাসে ৪৬ হাজার ২৩০ জন নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করে এখাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ সংখ্যা চলতি বছরের মোট কর্মী গমনের ১৩.৫%।

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের স্বল্প সময়ে বিদেশী ভাষা রপ্ত করা, কাজে দক্ষতা অর্জন, কাজে মনোযোগ ইত্যাদি গুণাবলী সকল শ্রমিক আমদানিকারক দেশের নিকট বহুলভাবে প্রশংসিত। তবে বিভিন্ন কারণে মালয়েশিয়া, সৌদিআরব ও ইরাকে অবৈধ হয়ে পড়া ১০ লক্ষাধিক বাংলাদেশি শ্রমিককে ব্যাপক কূটনৈতিক প্রয়াসের মাধ্যমে বৈধকরণের আওতায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

অভিবাসীর কল্যাণে সরকারের গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপের ফলে তাঁদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিতকরণসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বার্ষিক অর্জিত বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জনশক্তি খাত হতে রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশসমূহের মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।

পরিশেষে, যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' ২০১৩ উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা সম্ভব হচ্ছে তাঁদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

বেগম শামছুন নাহার

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | WINROCK INTERNATIONAL | মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance | IOM • OIM | WARBE Development Foundation-Bangladesh | ILO